সংবাদ

তারিখ ... 17 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ......

ঘুষ না দেয়ায়

পুলিশি নির্যাতনে মাদ্রাসা সুপারের মৃত্যুর অভিযোগ

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

আটকের ২৪ ঘণ্টা পর পুলিশি নির্যাতনে সাতক্ষীরায় একজন মাদ্রাসা সুপারের মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সাতক্ষীরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। তবে নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে পুলিশ বলছে, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। নিহত মাওলানা সাঈদুর রহমান (৪৮) কলারোয়ার হঠাৎগঞ্জ মাদ্রাসার সুপার। তিনি সদর উপজেলা কাথন্ডা গ্রামের মৃত দিলদার সরদারের ছেলে। গত বৃহস্পতিবার রাত ১টায় সাতক্ষীরা সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তার পরিবারের সদস্যরা পুলিশি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

পুলিশি : নির্যাতন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলছেন, গ্রেফতারের পর মাওলানা সাঈদুর রহমানকে কাথন্ডা বাজারে নিয়ে নির্মমভাবে মারপিট করে পুলিশ। তার অবস্থা খারাপ হতে থাকায় তাকে সেখানকার পল্লী চিকিৎসক আবদুল্লাহর চেম্বারে নিয়ে চিকিৎসা দেয়া পুলিশ। এ সময় তার ভাতিজা মুত্তাসিমবিল্লাহ ৫০০ টাকা এনে চাচাকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু পুলিশ তার কাছে দাবি করে এক লাখ টাকা। এ টাকা দিতে না পারায় মাদ্রাসা শিক্ষককে নিয়ে আসা হয় সাতক্ষীরা থানায়। সেখানেও তাকে নৃশংসভাবে নির্যাতন করতে থাকে পুলিশ।

নিহতের ভাই রফিকুল ইসলাম ও ভাতিজা মুত্তাসিমবিল্লাহর অভিযোগ গত শুক্রবার দিনভর পুলিশ হেফাজতে রেখে তার ওপর দফায় দফায় নির্যাতন করা হলে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। পরে আদালতে নেয়া হলে কর্তৃপক্ষ অসুস্থতা দেখে সাঈদুর রহমানকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে পুলিশ তাকে নিয়ে যায় সাতক্ষীরা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা দিয়ে কিছুটা সুস্থ করার পর বিকেল ৫টায় মাওলানা সাঈদুরকে পুলিশ ফের আদালতে নিয়ে যায়। বিকেলে মাওলানা সাইদুরকে আদালত সাতক্ষীরা কারাগারে পাঠায়। সাতক্ষীরা কারাগারের সুপার হাফিজুর রহমান জানান 'কারাগারের মধ্যে ওই রাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় কারা হাসপাতালে। মধ্যরাতে তাকে স্থানান্তর করা হয় সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলছিল'। সাতক্ষীরা হাসপাতালের আরএমও ডা. ফরহাদ জামিল বলেন 'হাসপাতালে আনার পর তার চিকিৎসা চলছিল। ভোরে মারা যান তিনি। লাশের ময়নাতদন্ত হবে'। তিনি নিহত মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা সাঈদুরের দেহে নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানান তিনি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সদর থানার এসআই মো. আসাদুজ্জামান বলেন 'আমি তাকে গ্রেফতার করলেও নির্যাতন করিনি। তার কাছে ঘুষও চাইনি। তিনি হৃদরোগী ছিলেন। গ্রেফতারের পর তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। এর পর তার মৃত্যু সম্পর্কে আর কোন তথ্য আমার কাছে নেই'।

সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেরিনা আক্তার জানান, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিস্তারিত বলতে পারব।

[illegible]নবেইস
[illegible]লকের কার্যালয়
[illegible]সংখ্যান বিভাগ
[illegible].এল.পি বিভাগ
[illegible] এনালিষ্ট
[illegible]স্টেম ম্যানেজার
[illegible]শাসনিক কর্মকর্তা
[illegible].এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
[illegible]